ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৪৬
আগরতলা, ২৪ আগস্ট,২০১৮

শিক্ষিত ত্রিপুরাই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারে : মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষিত ত্রিপুরাই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারে। এই জন্য শিক্ষার মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আজ দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যে ২০১৮-২০ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম বছরে ভর্তির প্রাকলগ্নে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, এই প্রথম রাজ্য থেকে এত বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন পেশাগত কোর্সে ভর্তির জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। তাদের বাছাই করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য মেধাকেই শুধুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও ছাত্র-ছাত্রী যদি তাদের লেখাপড়ার সময়ই বুঝে যায় যে কম নম্বর পেয়েও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তারা পেয়ে যাবে তাহলে দুর্নীতির শুরুও তখন থেকে হয়ে যাবে। এরপর থেকে সারা জীবনই তাদের মধ্যে এই বিষয়টি বিকশিত হবে। সরকারের কাজ হচ্ছে কাউকে অবৈধ পথ না দেখানো। সেজন্য এই কোর্সগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই করার ক্ষেত্রে মেধাকেই একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দারিদ্রতা কোনও অভিশাপ নয়, অভিশাপ হচ্ছে দুর্নীতি। মেধাকে কোনও সময় আটকে রাখা যায়নি। গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা ড. বি আর আম্বেদকর, নরেন্দ্র মোদি এর প্রকৃত উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই লক্ষ্যে বাছাই করা কোর্সে তাদের পাঠানো হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরাই রাজ্যের ভবিষ্যৎ। ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাজ করছেন। নতুন ভারত অর্থাৎ ডিজিটাল ভারত, স্বচ্ছ ভারত। ঘটনাচক্রে ২০২২ সাল হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি। অর্থাৎ রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ। তাই ২০২২ সালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার কাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন কোর্সে যারা ভর্তি হতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পড়াশোনায় ফাঁকি দেবেন না। যে সমস্ত জায়গায় তারা যাচ্ছেন সেখানে কোনও সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা সরকারের গোচরে আনার জন্যও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

***২য় পাতায়*

বহিঃরাজ্যে গিয়ে নেশার দিকে না ঝোঁকার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার জন্য রাজ্য সরকার ডাক দিয়েছে। নেশাকারবারীদের কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না বলে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের বাড়ির আশেপাশে কোনও নেশা কারবারী থাকলে সে সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করুন। সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া গেলে সমাজকে নেশামুক্ত করা কঠিন কাজ হবে না। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লড়াইয়ে তিনি সবাইকে সামিল হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ যারা বিভিন্ন কোর্সে পড়তে যাচ্ছেন তারা সবাই প্রকৃত বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কোর্সে পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকারের ১০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হবে। আগামী দিনে আরও বেশি কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে পাঠানো যায় তার চেষ্টা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিন বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করার যে ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের সামিল হবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস বলেন, দুর্নীতিকে সমাজ থেকে নির্মূল করা না গেলে সোনার ত্রিপুরা গড়া যাবে না। দুর্নীতিমুক্তির এই লড়াইয়ে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: বাহারুল ইসলাম মজুমদার বলেন, তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনদের নিম্নবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে উন্নীত করা রাজ্যের বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই এই রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন পেশাগত কোর্সে পাঠানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব মানিকলাল দে, ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. মানস দেব।

অনুষ্ঠানে বি এড পাঠ্যক্রম শেষ করেছেন এমন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সংশাপত্র তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ সংশাপত্রগুলি তুলে দেন। এ বছর রাজ্যের ৭৯১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে রাজ্য এবং বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন কোর্সে পাঠানো হচ্ছে। এর মধ্য ৪২৫ জন হচ্ছে ছাত্র এবং ৩৬৬ জন ছাত্রী।

****